প্রথম আলো

তারিখ ৯ MAY 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বন্ধুর মতো শিক্ষক

শিক্ষাঙ্গনে ভয়ের নয়, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠুক

গত মঙ্গলবার সৈকতনগর কক্সবাজারে আয়োজিত সেমিনারে কক্সবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র সাঈদ আবদুল্লাহ বলেছে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ হতে হবে বন্ধুর মতো। আর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর তাসনিফা নাওয়ারের দাবি, 'যে শিক্ষক আমাদের বিষয়বস্তুগুলো ভালো করে বোঝাতে পারবেন, আমরা সেই রকম শিক্ষক চাই।'

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ অনেকেই বক্তব্য দেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে দুই শিক্ষার্থীর বক্তব্য এ কারণে সবাইকে স্পর্শ করেছে যে এর মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল সমস্যাটিও চিহ্নিত করেছে দুই শিক্ষার্থী।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনিই হবেন আদর্শ শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীদের আলোচ্য বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝাতে পারবেন এবং তাদের আবেগ-অনুভূতিতে সবিশেষ গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষকের আচরণে যদি স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ না থাকে, তাহলে শিক্ষার্থী তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পাবে এবং তার জানার আগ্রহই অঙ্কুরে বিনাশ হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি যদি বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারেন, শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন কী করে। এ কারণেই অধিক হারে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা অত্যন্ত কম, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে। মাধ্যমিক পর্যায়ে যে ৮০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত, সেখানে চাকরির নিশ্চয়তা নির্ভর করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মর্জির ওপর। তদুপরি শিক্ষক নিয়োগেও আছে উৎকোচ ও অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ। এই অবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ।

তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে কেবল সংখ্যা বা পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার না করে এর গুণগত মানের দিকেই নজর দিতে হবে। শিক্ষককে হতে হবে বন্ধুর মতো। শিক্ষাঙ্গনে গড়ে তুলতে হবে ভয়ের নয়, সৌহার্দ্যের পরিবেশ।